ভোক্তাকণ্ঠ

ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব

প্রেক্ষিত

জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব
প্রেক্ষিত
জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন

প্রকাশ কাল
এপ্রিল ২০২৩

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর অনলাইন প্লাটফর্ম
ভোক্তাকণ্ঠ কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি # ৮/৬ (দ্বিতীয় তলা), সেগুনবাগিচা
ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত
+৮৮ ২-২২৩৩৮২৮৫৮

ডিজাইন
মো. মনসুর আলম

প্রডাকশন
রাইয়্যান প্রিন্টার্স
২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২১৫
০১৯১৫৮৮৩৩৩৫

ভোক্তাকণ্ঠ ভোক্তাকণ্ঠ প্রকাশনা

ক্যাব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের 'দায়মুক্তি আইন' বাতিল চায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের 'দায়মুক্তি আইন' বাতিল করতে হবে

বিদ্যুৎ-জ্বালানিতে 'ইনডেমনিটি' একটি 'অসভ্য' আইন : মেনন

জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিতে সংস্কার চায় ক্যাব

নাগরিক সভা
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভয়ংকর আইন বাতিল দাবি
- সংসদে কথা বলার পরিবেশ অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে : মেনন

Ensure 'energy justice' in country
Says CAB, wants indemnity law repealed

CAB floats 13-point proposal to streamline energy sector
We failed to repeal Speedy Energy Supply (Spl) Act: Menon
Special Correspondent
Workers Party of Bangladesh President Rashed Khan Menon, MP, said on Saturday that the Workers Party could not play an eff...

জ্বালানিতে ইনডেমনিটি থাকতে পারে না

ক্যাবের আলোচনায় বক্তারা
দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধির বিশেষ আইন বাতিলের দাবি

কিছু গোষ্ঠীকে ধনী করতেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে দায়মুক্তি
ক্যাবের মতবিনিময়

সরকারের ভুল নীতির কারণে জ্বালানি সংকট —ক্যাব

সরকারের 'ভুল নীতির' কারণে জ্বালানি সংকট

CAB floats 13-point proposal

CAB demands return of BERC's authority to fix gas, electricity tariffs
Staff Reporter
Civil Society members and the Consumer Association of Bangladesh (CAB), a consumer rights organisation, have demanded to return power to Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) with a view to empowering the sole authority to determine the price of electricity and energy to protect the rights of consumers.

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব

প্রেক্ষিত

জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে চলমান সংস্কার/রূপান্তর দৃশ্যমান হয় ৯০ দশকে। উন্নয়ন সহযোগী বিদেশি সংস্থাদের পরামর্শে সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হয়। তারা ব্যাংকের মতোই সুদে ঋণ দেয়। ঋণের মূল উদ্দেশ্য, দেশে দেশে বিভিন্ন খাতে বিদেশি বিনিয়োগের বাজার সৃষ্টি করা। সেজন্য তারা প্রায়শই আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন পলিসি নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার প্রভাবিত হয়। জনস্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও এ কাজে বিশিষ্ট আমলাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে।

২.

ওইসব সংস্থার ঋণ বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী। আইএমএফ-এর ঋণের শর্ত, ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে। ক্যাব-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে সম্পৃক্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও মুনাফা রোধ করা হলে বিদ্যমান ভর্তুকি সমন্বয় হয় এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপ থাকে না। আমলানির্ভর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রশাসন আইএমএফ-এর শর্ত অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধিতে তৎপর। একাজ যেন সহজে হয়, সেজন্য সরকার মূল্যহার নির্ধারণের কাজটি বিইআরসি আইন সংশোধন করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বিইআরসি'কে ওই উভয় বিভাগের অধিদপ্তর বলা যায়।

৩.

বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে চলমান সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ উপেক্ষা করে বাণিজ্যিক বিবেচনায়– (১) ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য এ-খাতকে বিভাজিত করা, (২) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের অজুহাতে রাষ্ট্রের কৌশলগত এ খাতকে বাণিজ্যিক খাতে পরিণত করা, (৩) এ-জন্য ভোক্তাস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দ্বারা অযৌক্তিক ও লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা, (৪) ভর্তুকি প্রত্যাহার করা ও আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি করা, এবং (৫) মূল্যহার বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতাহীন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে বিনিয়োগকারীর জন্য এ খাতকে লাভজনক খাতে পরিণত করা। সরকার বিনিয়োগ থেকে সরে আসছে। ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ বাড়ছে। কোম্পানি আইন ১৯৯২ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/কোম্পানিসমূহ পর্যাপ্ত মুনাফায় বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

৪.

কম-বেশি ১৮ শতাংশ মুনাফায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিগত এক দশকে গড়ে বছরে কম-বেশি ৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি হলেও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় গড়ে ১২ শতাংশ। যার ৫০ শতাংশেরও বেশি এখন অব্যবহৃত। ফলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছে। জ্বালানি তেল ও এলএনজি আমদানি ব্যয়বৃদ্ধিতে আর্থিক ঘাটতি মোকাবিলায় ভর্তুকিসহ কয়লা, গ্যাস, জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের মূল্যহার বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি আবার প্রাথমিক জ্বালানি আমদানির পরিমাণও কমানো হয়। ফলে ভোক্তারা একদিকে মূল্যবৃদ্ধির অভিঘাত এবং অন্যদিকে চরম বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সংকটের শিকার।

৫.

গণশুনানিতে জানা যায়, চাহিদা স্বল্পতার কারণে ভোলার মজুদ গ্যাস অনেকটাই অব্যবহৃত। অথচ চাহিদামাফিক গ্যাস না পাওয়ায় সেখানে পিডিবি'র কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা আংশিক ব্যবহার হয়। আবার বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে অর্থ থাকা সত্ত্বেও সরকারি খাত তথা পিডিবি গ্যাসভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সুযোগ পায় না। বরং আইপিপি পলিসির আওতায় ব্যক্তিখাতকে সে সুযোগ দেয়া হয়। গ্যাস বণ্টনেও সরকারি খাত বৈষম্যের শিকার। সরকার যৌথ মালিকানায় আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ মূল্যের বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণের পরিবর্তে উচ্চতর ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আমদানি হচ্ছে। আবার কয়লা আমদানি চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় বিদ্যুৎ আমদানির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। অভিযোগ রয়েছে কিছু দিন আগেও বিদ্যুৎ আমদানি ও উৎপাদনে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হতো মাসে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এখন দিতে হয় ৪ হাজার কোটি টাকা। আগামীতে এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

৬.
২০২২ সালে গণশুনানিতে জানা যায়, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। অর্থাৎ তারা প্রিডেটরি মুনাফা করার সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে প্রতি ঘনমিটার দেশীয় কোম্পানির গ্যাস কেনা হয় ১.০৩ টাকায়। অথচ স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি হিসেবে গ্যাস আমদানি করা হয় ৮৩ টাকা মূল্যহারে। এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন চার্জই দিতে হয় ২.১৭ টাকা। অথচ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে দেশীয় কোম্পানির গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নেই বললেই চলে। তহবিলের ৬৫ শতাংশ অর্থই অব্যবহৃত। অর্থাৎ উক্ত তহবিল অকার্যকর। এসব-তথ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় জ্বালানি সম্পদ মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে গ্যাস (এলএনজি) ও কয়লা আমদানি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ ব্যয় এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে।

৭.
প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয় ও মুনাফায় সরবরাহ করা হয়। ফলে আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি গণশুনানিতে বারবার আপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রতিটি গণশুনানিতে তথ্য-প্রমাণাদি দ্বারা ভোক্তাপক্ষ দেখায়, ব্যয় ও মুনাফা ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি বাণিজ্য লুণ্ঠনমুক্ত হয় এবং আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে সরকার ভর্তুকি এবং ভোক্তা মূল্যহার বৃদ্ধির চাপে থাকবে না।

৮.
কোনো দেশের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য দেশটির স্বাধীনতা থাকতে হয়। পরাধীনতায় জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ ঘটে না। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি বা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরকারের নিকট বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বিপিডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি জ্বালানি খাত উন্নয়নে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সচিবের পদমর্যাদায় একজন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে এ সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয়। অর্থাৎ এনার্জি খাতে প্রফেশনালদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রফেশনালদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নই মূলত এ খাতের উন্নয়ন। এখানেই বিপত্তি।

৯.
১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। তখন প্রতিটি দেশই নিজস্ব জ্বালানি উৎসের অনুসন্ধানে নামে। আমরাও নিজস্ব উৎস থেকে বিদেশি বিনিয়োগে প্রোডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট (পিএসসি)-এর আওতায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে উদ্যোগ নেই। কিন্তু দেখা গেল, যে পরিমাণ তেল-গ্যাস উত্তোলন হবে, তার বেশিরভাগই বিদেশি কোম্পানি পাবে। তাই তখন ভাবা হলো, নিজস্ব সক্ষমতায় উত্তোলন করা হলে শতভাগ তেল-গ্যাস আমরাই পাব। কিন্তু পরবর্তীতে এই ভাবনা কাজে

আসেনি। আমলাকরণের শিকার হওয়ায় জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন আর আলোর মুখ দেখেনি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বিশেষ মহল বলে থাকে, সাগরে তো নয়ই, স্থলেও বাপেক্স গ্যাস অনুসন্ধানে সক্ষম নয়।

১০.
বাস্তবে ইতিমধ্যেই ভূখন্ডে গ্যাস আবিস্কারে বাপেক্সের সক্ষমতা প্রমানিত। এই মূহূর্তে বাপেক্স-এর একটি নতুন অনুসন্ধান কূপে গ্যাস পাওয়ার খবর নতুন আশা জাগিয়েছে। এটি মাটির নীচে আরও নতুন গ্যাস থাকার সম্ভাবনা প্রমাণ করে। কোন কোন মহলের প্রচারনা, "দেশে আর নিজস্ব নতুন গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই আমদানী নির্ভরতা ছাড়াও উপায় নাই"। তা ভুল প্রমাণিত হলো। ভূখন্ডের অন্যান্য অংশ অতি সম্ভাবনাময় হলেও (যেমন চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম) সেখানে যথেষ্ট অনুসন্ধান চালানো হয়নি। অতি সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক ভূখন্ডে ৪৬টি অনুসন্ধান, এবং মূল্যায়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ খননের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তা অতি বিলম্বিত। এ কারণে বর্তমান গ্যাস সংকট কাটাতে এটি কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে, তা অনিশ্চিত। এ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন পাঁচ বছর আগে নেওয়া হলে এখন তার সুফল পাওয়া যেতো। তদুপরি এই কার্যক্রমটির ভাগ্য নিকট অতীতে গৃহীত ১০৮টি কূপ খনন পরিকল্পনার মত হবে না, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একইভাবে দেশের সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধানে গত দশ বছরের স্থবিরতা এখান থেকে গ্যাস আহরণের সম্ভাবনাকে দূরবর্তী ভবিষ্যতে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে সাগরবক্ষে বিদেশী কোম্পানি দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তার ধীরগতি আশু সুফল দেবে না। সম্প্রতি বিশ্বের সেরা তেল কোম্পানির বাংলাদেশের সাগরে অনুসন্ধান করার আগ্রহ ও প্রস্তাব প্রমাণ করে যে, সাগরবক্ষ অতি সম্ভাবনাময় এবং এটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ জোরালো অনুসন্ধান না করা সরকারের দুর্বলতা। ইতিপূর্বে পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার ও ভারত উভয় দেশই এই একই সাগরে বড় গ্যাসক্ষেত্র প্রাপ্তির সাফল্য দেখালেও বাংলাদেশ সেই সাগরের গ্যাস অনুসন্ধানে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। তার পরিবর্তে বিদেশ থেকে উচ্চ মূল্যে এলএনজি আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে জ্বালানি সরবরাহকে অতি ব্যয়বহুল করেছে।

১১.
পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত প্রশাসন আমলাকরণের শিকার হলো। প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানি প্রশাসন কোনো না কোনোভাবে আমলা নিয়ন্ত্রণে আসে। এভাবে কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন অসম্ভব। ফলে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জনগণের বিরোধিতার কারণে কয়লা ও গ্যাস রপ্তানি রহিত হলেও জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন উপেক্ষিত হওয়ায় নিজস্ব সক্ষমতায় তা উত্তোলন করার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস আমদানির ওপর দেশ এখন অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এমতাবস্থায়, একদিকে আমদানি ব্যয়বৃদ্ধি, অন্যদিকে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকট এবং ভর্তুকি প্রত্যাহার–এসব কারণে ভোক্তা পর্যায়ে অব্যাহত অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে ভোক্তারা

একদিকে জ্বালানি সুবিচার (এনার্জি জাস্টিস) বঞ্চিত, অন্যদিকে জ্বালানি নিরাপত্তাহীন।

১২.

ওইসব বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে ঘাটতি সমন্বয়ে শুধু ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি বিগত দুই দশক ধরে অব্যাহত আছে। দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর বেপরোয়া ব্যবহার হওয়ায় প্রতিযোগিতাবিহীন উচ্চ মূল্যে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে দীর্ঘমেয়াদে সরবরাহ ব্যয় অযৌক্তিক বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। সেই অব্যাহত আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি দ্রুত সমন্বয়ের জন্য বিইআরসি আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বিইআরসি'র পরিবর্তে যথাক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগ এখন গণশুনানি ছাড়াই নির্ধারণ করে। তাতে জবাবদিহির পথ রুদ্ধ হয়। ওই আইন এবং বিইআরসি আইনের সংশোধন, উভয়ই ভোক্তাদের জ্বালানি সুবিচার থেকে বঞ্চিত করা এবং জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তাহানী করার জন্য দায়ী।

১৩.

আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে সৌরশক্তি থেকে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি-২০০৮ মতে, ২০২১ সালে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ হতে হতো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। কিন্তু বাস্তবে তা এক শতাংশও নয়। প্রতি ইউনিট সৌর বিদ্যুৎ অনধিক ১০ টাকা ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব। তাতে পর্যাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও মুদ্রা সাশ্রয় হতো। অথচ তা না করে আমদানিকৃত কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয় হয় গড়ে ইউনিট প্রতি ১৭-১৮ টাকা। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় আরো বেশি। বিদ্যুৎ বাজার এমন অসমতার শিকার না হলে বিদ্যুৎ ও ডলার সংকট সমাধানে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ হতো অন্যতম অবলম্বন।

১৪.

ইউএসএআইডি-এর অনুশীলনে দেখা যায়, গ্রিডে সংযোগযোগ্য সম্ভাব্য সৌর-পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট এবং জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণাগারের উইন্ড ম্যাপিং-এর সূত্রে পাওয়া তথ্যমতে, বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৮০ হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের সৌর বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে দেখা যায়, সৌর বিদ্যুতের মূল্যহার ৯.৯৯ ইউএস সেন্টস (১ ডলার = ১০৫ টাকা)। ২০২০ সালের ক্রয়চুক্তি মতে, বায়ু বিদ্যুতের মূল্যহার ছিল ১৩.২০ টাকা। ভারতে এখন উভয় বিদ্যুতের মূল্যহার কম-বেশি ৩ রুপি (১ ডলার = ৮৫ রুপি)। ভারতের পরিকল্পনায় ২০৩০ সালে সৌর বিদ্যুতের মূল্যহার হবে ১.৯-২.৬ রুপি, এবং বায়ু বিদ্যুতের মূলহার হবে ২.৩-২.৬ রুপি। কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ব্যয় ন্যায্য ও যৌক্তিক না হলে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মূল্যহার ভারতের পর্যায়ে নামিয়ে আনা অসম্ভব নয়।

১৫.

পরিকল্পনায় বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এখনও অফ-ট্র্যাকেই রয়েছে। অর্থাৎ ১০ শতাংশের বেড়াজালে আটকে আছে। ২০০৮ সালের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি অনুযায়ী ২০২১ সালে মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ হতে হতো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। তা মোটেও হয়নি। ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা সংশোধন করা হয়। তাতে ধরা হয় ২০২০, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালে প্রতি ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ। জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে কখনোই নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। বরং সকল মহাপরিকল্পনায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি ও জীবাশ্ম জ্বালানির বাজার সম্প্রসারণ করে এবং নিজস্ব জ্বালানির মজুদ ও উত্তোলন বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থবির রেখে জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানি নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। তার কারণ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি বাজার উন্নয়ন। সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তদুপরি, এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য টেকসই 'ক্লিন এনার্জি' নিশ্চিত হবে। কিন্তু তা হবার নয়। কারণ আমাদের লক্ষ্য: (১) বিদ্যুতে সবার অ্যাকসেস এবং (২) ২০৩০ সালে মোট বিদ্যুতের মাত্র ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। যা এসডিজি'র লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন।

১৬.

জ্বালানি সনদ চুক্তি (Energy Charter Treaty) একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। চুক্তিটি ১৯৯৪ সালে প্রণীত হয়। এই চুক্তি জ্বালানি শিল্পে বিশেষত অনবায়নযোগ্য তথা কার্বনসমৃদ্ধ জ্বালানি বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে বহুপক্ষীয়, বহুদেশীয়, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি আইনি কাঠামো। এই চুক্তি স্বাক্ষর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন। কেবলমাত্র জ্বালানি খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিনিয়োগকারি কোম্পানি, ব্যক্তি কিংবা অংশীদারকে সুরক্ষা দেয় বিধায় চুক্তিটি একেপেশে, ভোক্তাস্বার্থ বিরোধি এবং ভারসাম্যহীন। তাই ক্যাব ভোক্তাপক্ষ থেকে এ-চুক্তি প্রত্যাখান করেছে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার দাবি জানিয়ে প্রায় ২৫ হাজার ভোক্তা স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত সরকারের নিকট ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দাখিল করেছে।

১৭.

প্রতিবছর জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন করে। ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সে লক্ষ্যে, দেশে দেশে জ্বালানি রূপান্তরে (Energy Transition) জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবহন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।

২০২১ সাল নাগাদ গড়ে বিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। অবশ্য জার্মানিতে ২০ শতাংশ। সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত ও চীনের অগ্রগতি সন্তোষজনক। রূপান্তরের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবনে বোঝা যায়, প্রথাগত জ্বালানিতন্ত্র (Energy System) দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে কার্বনমুক্ত নতুন জ্বালানিতন্ত্র। এ জ্বালানিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি খাতে সুশাসন এবং সমতাভিত্তিক জ্বালানি বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তাতে বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সে সুযোগে জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে জাতীয় সক্ষমতা অর্জনই এখন আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। এই বিবেচনায় ক্যাবের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংস্কার/রূপান্তর প্রস্তাব করা হলো:

ক. মালিকানা/স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ কৌশল

(১) প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ মতে, ভূ ও সমুদ্র গর্ভের জ্বালানি সম্পদের মালিক জনগণ বিধায় এ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানার অধিকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

(২) ১৩ অনুচ্ছেদ মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন যন্ত্র এবং উৎপাদিত পণ্য বণ্টন ও বিতরণের মালিক বা নিয়ন্ত্রক জনগণ বিধায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্য যথা সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির ওপর জনগণের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বিধি-বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

(৩) ১৬ অনুচ্ছেদ মতে, শহর ও পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে ভোল্টেজ লেভেল ও ভোক্তা শ্রেণীভেদে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বণ্টন ও বিতরণ এবং মূল্যহার নির্ধারণে বিধি-বিধান দ্বারা সমতা নিশ্চিত হতে হবে।

(৪) ১৮(১) অনুচ্ছেদ মতে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ক্রমাগত নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা প্রতিস্থাপন পলিসি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(৫) প্রান্তিক ভোক্তাশ্রেণীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ওপর স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ বিধি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

খ. ন্যায্যতা, সমতা ও স্বচ্ছতা উন্নয়ন কৌশল

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ও বণ্টনে নিয়োজিত সরকারি

ও বেসরকারি ইউটিলিটির কার্যক্রমে ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জ্বালানি সুবিচার (এনার্জি জাস্টিস) নিশ্চিত হতে হবে।

(২) ভোক্তা যেন সঠিক দাম, মাপ ও মানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য মূল্যহার নির্ধারণ, উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপণনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, সমতা, যৌক্তিকতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হতে হবে।

গ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

(১) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল খাতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(২) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি কমানো এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা কমিয়ে আনতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ আমদানি বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৩) সরকারি বা বেসরকারি মালিকানাধীন মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য স্থির ব্যয় (Fixed cost/capacity charge) বহির্ভূত (excluded) হতে হবে এবং মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক গণশুনানির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে।

(৪) দেশি-বিদেশি এবং সরকারি-বেসরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে বৈষম্য নিরসন হতে হবে।

(৫) সকল সেবা ও পণ্য উৎপাদনে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ক্যাপটিভ/বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রয়োজনে প্রণোদনার বিনিময়ে নিশ্চিত হতে হবে।

(৬) রপ্তানিমুখী বিদেশি মালিকানাধীন সার ও সিমেন্ট কারখানায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্যিক মূল্যহারে নিশ্চিত হতে হবে।

(৭) স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় পরিবহনে জ্বালানি হিসেবে তেল, সিএনজি ও এলপিজির স্থলে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি নিশ্চিত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় শতভাগ বিদ্যুতের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

(৮) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা, মটর-সাইকেল–এমন সব হালকা

পরিবহনে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

(৯) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় চাষে ডিজেলের পরিবর্তে এবং সেচে ডিজেল ও গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

(১০) গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ অলাভজনক এমন অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় সেখানে শতভাগ অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

(১১) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুতে ব্যাটারি/আইপিএস চার্জ শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

(১২) ক্রমাগত পৌর এলাকায় স্ট্রিট লাইটিং-এ সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি হতে হবে।

(১৩) প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় কয়লা ও জ্বালানি তেলের অনুপাত কমাতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ বৃদ্ধি দ্বারা জ্বালানি আমদানি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হতে হবে।

(১৪) মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় প্রথাগত বায়োমাস জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে বায়োমাস-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে।

(১৫) ন্যূনতম ব্যয়ে এবং সর্বোচ্চ দক্ষতায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা হতে হবে।

(১৬) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় চলমান জ্বালানি রূপান্তর প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং জ্বালানি বিপ্লব বিকাশ হতে হবে।

ঘ. স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

(১) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সক্ষমতা অর্জন উদ্যোগে আর্থিক অনুদান ও প্রণোদনা থাকতে হবে।

(২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পাইকারি ক্রয় মূল্যহার নির্ধারণে স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন এবং তার বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রণোদনার সুযোগ থাকতে হবে।

(৩) মন্ত্রণালয়ে পৃথক নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

ঙ. মূল্যহার নির্ধারণ কৌশল

(১) ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের লাইসেন্সিদের চার্জহার এবং সরকারের রাজস্ব আহরণ ন্যায্য ও যৌক্তিক হতে হবে। সেজন্য মূল্যহার নির্ধারণ প্রবিধানমালাসমূহ সংশোধন হতে হবে।

(২) সরকারি ও ব্যক্তিখাত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পাইকারি মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হতে হবে।

(৩) মূল্যহার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান (এসি ব্যতীত) এবং প্রান্তিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্যহার নির্ধারিত কৌশল সংশোধন হতে হবে।

(৪) বাণিজ্য ও শিল্প কারখানার মূল্যহার কস্টপ্লাস হতে হবে। তবে তাদের ক্ষেত্রে যেসব আর্থিক প্রণোদনা রয়েছে, সেসব প্রণোদনা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রযোজ্য প্রণোদনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(৫) দেশি শিল্প ও রপ্তানিমুখী বিদেশি শিল্পের মধ্যে গ্যাসের বণ্টন ও মূল্যহারে বিদ্যমান অসমতা নিরসন হতে হবে।

(৬) ১১-২৩০ কেভি লেভেলের বাণিজ্যিক এবং এসি আবাসিক গ্রাহকসহ বিভিন্ন বিনোদন এবং বিলাসী ও আয়েশি জীবন যাপনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার ভর্তুকিমুক্ত-কস্ট প্লাস হতে হবে।

(৭) গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্যহার পৃথক হতে হবে। প্রান্তিক ভোক্তার ক্ষেত্রে রান্নায় ব্যবহৃত এলপিজি ও পাইপলাইন গ্যাসের মূল্যহার প্রান্তিক বিদ্যুৎ ভোক্তার মূল্যহারের অনুরূপ হতে হবে।

চ. জ্বালানি রূপান্তর কৌশল

(১) ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও প্যারিস চুক্তির সঙ্গে চলমান জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রমের অসংগতিসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং তার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে হবে।

(২) এনার্জি সাপ্লাইসহ আবাসিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, শিল্প ও পরিবহনে জ্বালানি দক্ষতা

ও সংরক্ষণ উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতের ইউটিলিটিসমূহে বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি এবং মুনাফার মার্জিন দক্ষতা ও সক্ষমতাভিত্তিক হতে হবে।

(৪) জ্বালানি আমদানি, অনুসন্ধান, উৎপাদন ও সরবরাহ জনগণের শতভাগ মালিকানায় হতে হবে।

(৫) পিপিপি পলিসি'র আওতায় বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি উন্নয়ন রহিত হতে হবে।

(৬) সরকারি মালিকানাধীন এনার্জি ইউটিলিটিসমূহের শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ হতে হবে। এদের মালিকানা শতভাগ জনগণের হতে হবে।

(৭) সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড-এ পরিণত করতে হবে। সেজন্য দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ রদ হতে হবে।

(৮) বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সেবা মানসম্মত ও স্বার্থসংঘাতমুক্ত হতে হবে। সেজন্য এ খাতে সরকারি ও যৌথ মালিকানাধীন সকল কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের সকল আমালাদের অবমুক্ত হতে হবে।

ছ. রেগুলেটরি ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল

(১) কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নিউক্লিয়ার এনার্জি ও বায়োমাস এনার্জি বিইআরসি আইনে বর্ণিত এনার্জির সংজ্ঞাভুক্ত হতে হবে।

(২) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমদানি বিইআরসি আইনের আওতায় বিইআরসি'র নিয়ন্ত্রণে হতে হবে।

(৩) রেগুলেটরি ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে।

(৪) সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের লাইসেন্সিরাও বিইআরসি'র আওতাধীন। ফলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে ওলিগোপলি প্রতিরোধে বেসরকারি লাইসেন্সিদেরও বিইআরসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হবে। এ ব্যাপারে

প্রতিযোগিতা কমিশনকেও আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে।

(৫) নিজস্ব পেশাদার কারিগরি জনবল দ্বারা স্বাধীনভাবে উভয় খাতের কোম্পানি/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত হতে হবে। সেজন্য আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসাবে মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারি ও লাইসেন্সিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(৬) রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে বিইআরসি'র স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিইআরসি আইনের সংশোধনী বাতিল করে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির সকল পর্যায়ের মূল্যহার/চার্জহার নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বিইআরসিকে একক ক্ষমতা দিতে হবে।

জ. বিনিয়োগ উন্নয়ন কৌশল

(১) সরকারি মালিকানায় মুনাফা ব্যতীত কস্ট বেসিসে ৫০ শতাংশের অধিক বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন হতে হবে। সরকার কস্ট প্লাস নয়, সরকার শুধু কস্ট বেসিসে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা দেবে। এ খাত উন্নয়নে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ এবং সম্পৃক্ততা উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে, তবে মালিকানার বিনিময়ে নয়।

(২) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ জ্বালানি অনুসন্ধান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন ও আমদানিতে ভোক্তার ইকুইটি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হতে হবে এবং প্রাপ্ত মুনাফা রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় হতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন/অনুসন্ধান, সঞ্চালন/পরিবহন এবং বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্ব-স্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ও অসমতাসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং তা যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

(৪) সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রকার ও প্রকৃতি পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে।

(৫) স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দেশীয় কোম্পানি দ্বারা করানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও টেকনোলজি ট্রান্সফারের স্বার্থে বৃহৎ ও দক্ষ বিদেশি কোম্পানিকে ভূখণ্ডে নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে জাতীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে বাপেক্স কর্মীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বাধ্যতামূলক হতে হবে।

(৬) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ, সার, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদনে জ্বালানি বণ্টনের অনুপাত এবং বিনিয়োগ ব্যয় স্বীকৃত পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে।

(৭) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে সরকারি ও ব্যক্তি খাত বিনিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধিতে সামঞ্জস্যতা ও সমতা বিধি/বিধান দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(৮) কার্বণ নিঃসরণ ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক জ্বালানিসমূহ সরবরাহে উৎসভিত্তিক অনুপাত নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ হতে হবে।

(৯) প্রতিযোগিতাবিহীন কোনো ধরনের বিনিয়োগে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়ন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হতে হবে।

(১০) পিএসসি'র আওতায় তেল-গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর ভাগের সমুদয় তেল/গ্যাস একক ক্রেতা হিসেবে সরকারের জন্য ক্রয় করা বিধি-দ্বারা বাধ্যতামূলক হতে হবে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে মডেল পিএসসিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাদি পিএসসি'র আওতায় তেল-গ্যাস উত্তোলনে অন্যান্য সফল দেশের অনুরূপ হতে হবে।

ঝ. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল

(১) তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় তিনটি (বাপেক্স, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড লি. ও সিলেট গ্যাস ফিল্ড লি.) কোম্পানি একীভূত হয়ে একটি জাতীয় কোম্পানি গঠিত হতে হবে।

(২) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে পেট্রোবাংলা/বিপিডিবির অনুরূপ স্রেডাকে স্ব-শাসিত সংস্থায় পরিণত হতে হবে। এ খাত উন্নয়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি খাত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সক্ষম উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ প্রবিধান দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বিভাজন করে সরকারি মালিকানাধীনে বিপিডিবি'র আওতায় পেশাদারি সকল ইউটিলিটি কোম্পানি পুনর্গঠিত হতে হবে। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন পেশাদারি সকল ইউটিলিটি কোম্পানিও অনুরূপভাবে পুনর্গঠিত হতে হবে।

(৪) জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, ও বিদ্যুৎ খাতের সরকারি ও যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের স্ব-স্ব পরিচালনা বোর্ড আমলামুক্ত হবে।

(৫) ভোক্তাদের অর্থে গঠিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে এবং বিইআরসির আওতায় রেগুলেটরি ব্যবস্থায় পক্ষগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তহবিলের ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

(৬) সাগরের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ উন্নয়নে দেশীয় কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণ এবং স্ব-ক্ষমতা উন্নয়ন বিধিবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত হতে হবে।

(৭) সরকার ব্যক্তিখাতের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় কোনোভাবেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করবে না, আইন দ্বারা তা নিশ্চিত হতে হবে।

(৮) বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'মূল্য স্থিতিশীল তহবিল' গঠিত হতে হবে।

(৯) বিআরইবি ও পিডিবি উভয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের আরো বেশি প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকতে হবে। পিবিএস ও বিআরইবি প্রশাসন আরো বেশি সমতাভিত্তিক হতে হবে।

ঞ. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল

(১) জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহারে জ্বালানি সাশ্রয়ী কৌশলসমূহ আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে।

(২) জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আইন ও প্রয়োজনে প্রণোদনা দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আর্থিক প্রণোদনাসহ গৃহীত নানাবিধ কৌশল আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে।

(৪) এ খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কারিগরি জনবল নিয়মিত তৈরি হতে হবে।

ট. মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কারিগরি দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

(২) পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

(৩) ভোক্তা, ইউটিলিটি, রেগুলেটর, পলিসি ও পরিকল্পনা পর্যায়ে বিদ্যুৎ, প্রাথমিক জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপরে নিয়মিত গবেষণা ও অনুশীলন হতে হবে।

(৪) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্বালানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ইপিআরসি, পাওয়ার সেল, বিইআরসি, প্রতিযোগিতা কমিশন, বিএসটিআই, হাইড্রোকার্বন, পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে। সমন্বয়ের কাজে ক্যাব সহায়ক হতে পারে।

(৫) প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে বিদেশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষকের দ্বারা দেশীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

(৬) শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রসমূহকে সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন এমন হতে হবে, যেন এসব প্রতিষ্ঠান ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেজন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

(৭) এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনো কোনো ব্যবহারিক কোর্সের জন্য আউট-সোর্সিং হিসেবেও ব্যবহার হতে হবে।

(৮) জনস্বার্থে দেশের বিপুলসংখ্যক জনসম্পদ খাতভিত্তিতে দক্ষ ও উপযুক্ত হতে হবে এবং শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

(৯) সকল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে জ্বালানি ও পরিবেশ অধিকার সংরক্ষণ এবং জ্বালানি সুবিচারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

(১০) বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখতে হবে।

(১১) কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ অধিকার ও জ্বালানি সুবিচার বিষয়ক কোর্স ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

(১২) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উক্ত বিষয়ভিত্তিক একটি সর্বজনীন কোর্স চালু হতে হবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম এমন হতে হবে, যেন তা প্রস্তাবিত এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঠ. নীতি ও পরিকল্পনা উন্নয়ন কৌশল

(১) আলোচ্য সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান নীতি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, পাঁচশালা পরিকল্পনাসমূহের অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত হতে হবে এবং তা সংস্কার প্রস্তাবসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

(২) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় কৃষির অনুরূপ বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতেও সরকারি বিনিয়োগ মুখ্য হতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি ও কৌশল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি ও কৌশলের অনুরূপ হতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন বাজেটে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বাজেট অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

(৪) অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাজেটে বরাদ্দও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তিন মাস অন্তর অন্তর ভোক্তা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হতে হবে। পক্ষগণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত জ্বালানি টাস্কফোর্স বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত পরিকল্পনা কমিশনসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে দিতে হবে।

(৬) ক্যাব প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সকল আইন, বিধি-বিধান এবং নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

ড. পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ উন্নয়ন কৌশল

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ বলবৎযোগ্য আইন দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(২) সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্র জীবন রক্ষার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির কারণে সে অধিকার যেন খর্ব/ক্ষুণ্ন না হয়, সেজন্য এনার্জি জাস্টিস নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) ১৮(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, তা নাগরিকের অধিকার হিসেবে আইন দ্বারা বলবৎ করতে হবে। সেইসঙ্গে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) কার্বনমুক্ত অর্থনীতি ও ভোক্তার জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম গ্রিন সোসাইটি বিনির্মাণে ভোক্তাদের স্ব-ক্ষমতা উন্নয়ন হতে হবে। এ প্রশ্নে আইন, বাণিজ্য, ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্যমূলক সুবিধাজনক কৌশলগত সম্পর্ক তৈরির কাজে ক্যাবকে সক্ষম করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

(৫) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরিচালনায় নির্গত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রশমন করার ব্যাপারে নীতি ও আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে হবে।

(৬) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানামুখী ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিবরণসমৃদ্ধ ডেটাবেজ থাকতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ হতে হবে।

(৭) জলবায়ু তহবিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎস থেকে উক্ত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ঋণ নয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি/আদায় নিশ্চিত হতে হবে এবং সে ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

(৮) পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে যেসব অর্থায়ন হয়, সেসব কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন নিশ্চিত হতে হবে। তার ফলাফল যেন ভোক্তার জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তা নিশ্চিত হতে হবে।

ঢ. আইনি ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরিচালনা ও উন্নয়নে এ যাবৎকাল যেসব নীতি, আইন, বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে, সেসব এই সংস্কার প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

(২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে সম্পাদিত চুক্তি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত মডেল চুক্তি থাকতে হবে

এবং সে মডেল চুক্তিমতে চুক্তি হতে হবে।

(৩) ১৯৯০ সাল থেকে এ যাবৎ এখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যত সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেসব জনস্বার্থ বিরোধী এবং জ্বালানি সুবিচারে পরিপন্থি কিনা তা খতিয়ে দেখে সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন জসগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

(৪) ইতোমধ্যে (ক) বাপেক্স ও সান্তোসের মধ্যে মগনামা-২ অনুসন্ধান কূপ খননে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তি, (খ) বিআরইবি ও সামিট পাওয়ারের মধ্যে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি, এবং বিপিডিবি ও সামিট পাওয়ারের মধ্যে সম্পাদিত মেঘনাঘাট পাওয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি বেআইনি এবং জনস্বার্থবিরোধী ও জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থি হওয়ায় এসব চুক্তি রদ করতে হবে।

(৫) ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থি হওয়ায় (ক) দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ রদ হতে হবে এবং (খ) বাংলাদেশ রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন ২০০৩-এর ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৩) সংশোধনক্রমে ধারা ৩৪ক সংযোজন করায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের কাজ এখন যথাক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগ করছে। অতএব উক্ত আইনে সংযোজিত ধারা ৩৪ক রদ করে উক্ত মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'কে ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৭.

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ মতে প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ তথা ভোক্তা সাধারণ এবং জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে দেশের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ফলে ভোক্তাপক্ষের উপস্থাপিত উল্লিখিত রূপান্তর/ সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী চলমান জ্বালানি রূপান্তর/সংস্কার নিশ্চিত করার দাবি করা হলো।

[কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ(ক্যাব)-এর উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল ২০২৩ শনিবার সকাল ১০.০০টায় সিরডাপ মিলনায়তন (দ্বিতীয় তলা) (এটিএম শামসুল হক অডিটোরিয়াম), চামেলি হাউজ, ১৭ তোপখানা রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত নাগরিক সভায় 'জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন' শীর্ষক ক্যাবের সংস্কার প্রস্তাবটি পঠিত হয়।]

প্রারম্ভিক উপস্থাপনা

আইএমএফ-এর ঋণের শর্ত, ভর্তুকি প্রত্যাহার হবে। ক্যাবের বক্তব্য, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে সম্পৃক্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও মুনাফা রোধ করা হলে ভর্তুকি লাগে না এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপও থাকে না। অথচ ভর্তুকি প্রত্যাহারে মূল্যহার বেশি বেশি, ঘন ঘন বৃদ্ধি অব্যাহত রইল। এবং মূল্যহার নির্ধারণের কাজটি বিইআরসি আইন সংশোধন করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের আমলাদের হাতে দেয়া হলো।

২.
বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে চলমান সংস্কারের উদ্দেশ্য: (১) ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য এ খাতকে বিভাজিত করা, (২) পর্যাপ্ত মুনাফায় দেশি-বিদেশি ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ আকর্ষণের অজুহাতে এ খাতকে বাণিজ্যিক খাতে পরিণত করা, (৩) এ-জন্য ভোক্তাস্বার্থবিরোধী নীতিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দ্বারা অযৌক্তিক ও লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি করা, (৪) ভর্তুকি প্রত্যাহার করা ও আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ে মূল্যহার বৃদ্ধি করা, এবং (৫) প্রতিযোগিতাহীন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে বিনিয়োগকারীর জন্য এ খাতকে লাভজনক করা।

৩.
কম-বেশি ১৮ শতাংশ মুনাফায় বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা হয়। কম-বেশি ৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি হলেও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ১২ শতাংশ। আমদানি ব্যয়বৃদ্ধিজনিত আর্থিক ঘাটতি মোকাবিলায় তেল, গ্যাস, ও বিদ্যুতের মূল্য বাড়ানো হচ্ছে। জ্বালানির অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমানো হচ্ছে। ফলে ভোক্তারা অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির অভিঘাত এবং চরম বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের শিকার।

৪.
আইপিপি পলিসির আওতায় ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। গ্যাস বণ্টনে সরকারি খাত বৈষম্যের শিকার। আমদানিকৃত গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি দ্বারা সরকার দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় নিশ্চিত করেছে। ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে উচ্চতর ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আমদানি হচ্ছে। কয়লা ও গ্যাস আমদানি চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় বিদ্যুৎ আমদানির ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার কমে আসছে। কিছু দিন

আগেও ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হতো মাসে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এখন দিতে হয় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।

৫.
২০২২ সালে গণশুনানিতে জানা যায়, প্রতি ঘনমিটার দেশীয় কোম্পানির গ্যাস কেনা হয় ১.০৩ টাকায়। অথচ স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি/গ্যাস আমদানি হয় প্রতি ঘনমিটার ৮৩ টাকায়। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নেই বললেই চলে। তহবিলের ৬৫ শতাংশ অর্থই অব্যবহৃত। অর্থাৎ তহবিল অকার্যকর।

৬.
প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অন্যায় এবং অযৌক্তিক ব্যয় ও মুনাফায় সরবরাহ হওয়ায় আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি গণশুনানিতে বারবারই আপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রতিটি গণশুনানিতে প্রমাণিত হয়, ব্যয় ও মুনাফা ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি বাণিজ্য লুণ্ঠনমুক্ত হতো এবং আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে থাকত। ফলে সরকারকে ভর্তুকি এবং ভোক্তাকে মূল্যহার বৃদ্ধির চাপে থাকতে হতো না।

৭.
১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়নের সুযোগ আসে এবং বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাত উন্নয়ন প্রাধান্য পায়। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পিডিবি ও পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ খাতে প্রফেশনালরা ক্ষমতায়নের সুযোগ পায়। প্রফেশনালদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নই মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন। কিন্তু পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত প্রশাসন আমলাকরণের শিকার হলো। প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানি প্রশাসন আমলাদের নিয়ন্ত্রণে এলো। ফলে এ-সব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন বাধা পড়ে। অনিয়ম-দুর্নীতি এবং লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জনগণের বিরোধিতার কারণে কয়লা ও গ্যাস রপ্তানি রহিত হলেও জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন উপেক্ষিত হওয়ায় নিজস্ব সক্ষমতায় তা উত্তোলন করার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, কয়লা ও গ্যাস আমদানির ওপর দেশ এখন অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। আমদানি ব্যয়বৃদ্ধি, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকট এবং ভর্তুকি প্রত্যাহার–এসব কারণে অব্যাহত অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে ভোক্তারা জ্বালানি সুবিচার বঞ্চিত এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীন।

৮.
দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর আওতায়

প্রতিযোগিতাবিহীন উচ্চ মূল্যে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। সে ঘাটতি দ্রুত সমন্বয়ের জন্য বিইআরসি আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার যথাক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগই নির্ধারণ করে। তাতে জবাবদিহির পথ রুদ্ধ হয়। উক্ত আইন এবং বিইআরসি আইনের সংশোধনী উভয়ই ভোক্তাদের জ্বালানি সুবিচার থেকে বঞ্চিত করা এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীন করার জন্য দায়ী।

৯.

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি-২০০৮ মতে, ২০২১ সালে বিদ্যুতের ১০ শতাংশ হতে হতো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। বাস্তবে এক শতাংশও হয়নি। সৌরবিদ্যুৎ এখন ১০ টাকা ব্যয়হারেই উৎপাদন সম্ভব। অথচ আমদানিকৃত কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয়হার গড়ে ১৭-১৮ টাকা। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় আরো বেশি। বিদ্যুৎ ওলিগোপলির শিকার না হলে বিদ্যুৎ ও ডলার সংকট সমাধানে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ হতো গুরুত্বপূর্ণ।

১০.

ইউএসএআইডি-এর অনুশীলন মতে, গ্রিডে সংযোগযোগ্য সম্ভাব্য সৌর-পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট। জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণাগারের উইন্ড ম্যাপিং-এর তথ্যমতে, বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয়চুক্তি মতে, সৌর বিদ্যুতের মূল্যহার ৯.৯৯ ইউএস সেন্টস (১ ডলার = ১০৫ টাকা)। ২০২০ সালের ক্রয়চুক্তি মতে, বায়ু বিদ্যুতের মূল্যহার ছিল ১৩.২০ টাকা। ভারতে এখন উভয় বিদ্যুতের মূল্যহার কম-বেশি ৩ রুপি (১ ডলার = ৮৫ রুপি)। ভারতের পরিকল্পনায় ২০৩০ সালে সৌর-বিদ্যুতের মূল্যহার হবে ১.৯-২.৬ রুপি, এবং বায়ু-বিদ্যুতের মূল্যহার ২.৩-২.৬ রুপি। কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ব্যয় ন্যায্য ও যৌক্তিক হলে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মূল্যহার ভারতের মতো হতো।

১১.

পরিকল্পনায় বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ এখনও ১০ শতাংশে আটকে আছে। ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা সংশোধনীতে ধরা হয় ২০২০, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের প্রতি ক্ষেত্রেই নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ১০ শতাংশ। সকল মহাপরিকল্পনায় নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থবির রেখে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা বাড়াতে বলা হয়েছে। কারণ, লক্ষ্য: বিদ্যুৎ ও জীবাশ্ম জ্বালানি

আমদানি বাজার উন্নয়ন। এসডিজি'র লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য টেকসই 'ক্লিন এনার্জি' নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য: (১) সবার জন্য বিদ্যুৎ এবং (২) ২০৩০ সালে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মাত্র ১০ শতাংশ, যা এসডিজি'র লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন।

১২.

জ্বালানি সনদ চুক্তি জ্বালানি শিল্পে অনবায়নযোগ্য তথা কার্বনসমৃদ্ধ জ্বালানি বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে বহুপক্ষীয়, বহুদেশীয়, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি আইনি কাঠামো। কেবলমাত্র জ্বালানি খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিনিয়োগকারি কোম্পানি, ব্যক্তি কিংবা অংশীদারকে সুরক্ষা দেয় বিধায় চুক্তিটি একেপেশে, ভোক্তাস্বার্থ বিরোধি এবং ভারসাম্যহীন। তাই ক্যাব ভোক্তাপক্ষ থেকে এ-চুক্তি প্রত্যাখান করেছে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার দাবি জানিয়ে প্রায় ২৫ হাজার ভোক্তা স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত সরকারের নিকট ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দাখিল করেছে।

১৩.

প্রতি বছর জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন করে। ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সে লক্ষ্যে, দেশে দেশে জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবহন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। প্রথাগত জ্বালানিতন্ত্র (Energy System) দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে কার্বনমুক্ত নতুন জ্বালানিতন্ত্র। এ জ্বালানিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি খাতে সুশাসন এবং সমতাভিত্তিক জ্বালানি বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। তাতে বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সুযোগে জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে জাতীয় সক্ষমতা অর্জনই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে ক্যাব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কার প্রস্তাব করেছে। সেসব প্রস্তাব সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সভায় এখন উপস্থাপিত হবে।

জ্বালানি সংকট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্যাবের

১৩ দফা দাবি

ভোক্তা যেন সঠিক দাম, মাপ ও মানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য মূল্যহার নির্ধারণসহ বিদ্যুৎ, জ্বালানি, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, সমতা, যৌক্তিকতা ও জবাবদিহি তথা জ্বালানি সুবিচার (Energy Justice) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিসমূহ:

১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে প্রতিযোগিতাবিহীন যে কোনো ধরনের বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হতে হবে।

২. সরকার ব্যক্তিখাতের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করবে না, আইন দ্বারা তা নিশ্চিত হতে হবে।

৩. বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতভুক্ত সরকারি ও যৌথ মালিকানাধীন সকল কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের সকল আমলাদের প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা স্বাধীনভাবে উভয় খাতের কোম্পানি/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে। সেজন্য আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসাবে মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি-প্রবিধান অনুসরণ ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারি ও লাইসেন্সিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ডাউনস্ট্রিম রেগুলেটর বিইআরসিকে সক্রিয়, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

৫. মুনাফা ব্যতীত কস্ট বেসিসে ৫০ শতাংশের অধিক বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন সরকারী মালিকানায় হতে হবে। কস্ট প্লাস নয়, সরকার শুধু কস্ট বেসিসে বিদ্যুৎ, ও জ্বালানি সেবা দেবে।

৬. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ যথাক্রমে গ্যাস অনুসন্ধান, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি আমদানিতে ঋণ নয়, ভোক্তার ইকুইটি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হতে হবে।

৭. প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় কয়লা ও তেলের অনুপাত কমাতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ বৃদ্ধি এবং নবায়যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বারা জ্বালানি আমদানি নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

৮. জলবায়ু তহবিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎস থেকে উক্ত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ঋণ নয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি/আদায় নিশ্চিত হতে হবে এবং সে ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার সম্প্রসারণে বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

৯. বিদ্যুৎ, জীবাশ্ম ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন নীতি, আইন, বিধি-বিধান ও পরিকল্পনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সম্পাদিত প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

১০. জ্বালানি নিরাপত্তা সুরক্ষার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে 'Energy Price Stabilized Fund' গঠিত হতে হবে।

১১. ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থি হওয়ায় (ক) দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ রদ হতে হবে, এবং (খ) বাংলাদেশ রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে সংযোজিত ধারা ৩৪ক রহিত হতে হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'কে ফিরিয়ে দিতে হবে।

১২. ইতোমধ্যে (ক) বাপেক্স ও সান্তোসের মধ্যে মগনামা-২ অনুসন্ধান কূপ খননে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তি, (খ) বিআরইবি ও সামিট পাওয়ার লি.-এর মধ্যে সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি, এবং বিপিডিবি ও সামিট পাওয়ার লি.-এর মধ্যে সম্পাদিত মেঘনাঘাট পাওয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ ক্রয় সম্পূরক চুক্তি বেআইনি ও জনস্বার্থবিরোধী, এবং (গ) জ্বালানি সুবিচারের পরিপন্থি প্রতীয়মান হওয়ায় এসব চুক্তি বাতিল হতে হবে। অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত অনান্য চুক্তিসমূহও যাচাই-বাছাইক্রমে বাতিল হতে হবে। সেই সাথে জ্বালানি সনদ চুক্তি ১৯৯৪ স্বাক্ষরে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নে সম্পাদিত সকল চুক্তি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত মডেল চুক্তিমতে হতে হবে।

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ মতে প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ তথা ভোক্তা সাধারণ। এবং জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে দেশের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ফলে ভোক্তাপক্ষে ক্যাব-এর সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী চলমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংস্কার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩ দফা দাবি করা হলো।